**সিপিএ-এর নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন স্পীকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী**

**এবং আইপিইউ-এর প্রেসিডেন্ট সংসদ সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

জাতীয় সংসদ ভবন (দক্ষিণ প্লাজা), বুধবার, ৭ কার্তিক ১৪২১, ২২ অক্টোবর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সিপিএ-এর নর্বনির্বাচিত চেয়ারপার্সন এবং মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী, এমপি,

আইপিইউ-এর নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি,

সহকর্মীবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, কূটনীতিকবৃন্দ,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হওয়ায় মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী, এমপি-কে এবং ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় সংসদ সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরীকে আমি আমার নিজের এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

একই সঙ্গে আমি পরম করুণাময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি বিশ্বের বুকে আমাদের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে আমরা ৯-মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে আমাদের লাল-সবুজের পতাকা ছিনিয়ে এনেছি। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং নির্যাতিত মা-বোনদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম।

সুধিবৃন্দ,

জনগণের ভোটে নির্বাচিত বর্তমান সরকারকে নিয়ে কিছুকিছু মহল যখন দেশ এবং বিদেশে বিরূপ সমালোচনায় মুখর, তখন কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের ৫৩টি দেশের ১৭০টি জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা এবং ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের ১৬৪টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের পার্লামেন্টসমূহ বাংলাদেশের দু’জন সুযোগ্য প্রার্থীকে আন্তর্জাতিক দুইটি সংগঠনের শীর্ষ পদে নির্বাচিত করেছেন।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হল, কোন অপপ্রচার বাংলাদেশের তথা বাংলাদেশের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের অব্যাহত অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারবে না।

মোট ৩৫ সদস্য নিয়ে সিপিএ-এর নির্বাহী কমিটি গঠিত। সাংবিধানিকভাবে এসোসিয়েশনের সকল কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত।

মাননীয় স্পীকারের এ বিজয় দেশ ও জাতির জন্য এক বিরল সম্মান বয়ে এনেছে। দেশের টেকসই গণতন্ত্র বিকাশের জন্য এটি একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আইপিইউ-এর সদস্যপদ এবং ১৯৭৩ সালে সিপিএ-এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের কালরাতে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর সামরিক শাসনের কারণে বাংলাদেশের সিপিএ এবং আইপিইউ সদস্যপদ কয়েকবার স্থগিত করা হয়।

১৯৯১ সালে নির্বাচনের পর আমাদের নেওয়া উদ্যোগের ফলেই দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীরা বারবার বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ বারবার প্রমাণ করেছে তাঁরা কোন অন্যায়, অত্যাচার ও বাধার কাছে হার মানে না।

আজ বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুইটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাচিত হওয়ায় বিশ্বের গণতন্ত্রকামী সকল দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় ও সুসংহত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জাতীয় সংসদকে আমরা সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছি। সংসদীয় কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠক হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের কাজের তদারকি করছে।

সংসদের স্বচ্ছতা আনার জন্য আমরা সংসদ টেলিভিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। সংসদের কার্যক্রম এখন সরাসরি প্রচার হয়। সাত’শ সংসদ সদস্যকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সংসদ সদস্যকে ল্যাপটপ দেওয়া হয়েছে। সংসদে শিশু গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে।

সুধি,

বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যাতে ব্যাহত না হয় দেশবাসীকে সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে।

বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। আমরা আর পরমুখাপেক্ষী নই। বাঙালিরা আজ নিজে পরিশ্রম করে দেশের উন্নয়ন করছে। আমাদের অর্থনীতির কলেবর দ্রুত বাড়ছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য আমরা রেকর্ড ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫০৬ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন দিয়েছি। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এই বাজেটের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ১ হাজার ৫২১ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৫ বছরে বাজেটের পরিমাণ ২ গুণেরও বেশি হয়েছে।

বৈশ্বিক মন্দা সত্বেও গত ৫ বছরে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৮ সালের ৬.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে।

রপ্তানি আয় ২০০৬ সালের ১০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে গত অর্থবছরে ৩০ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। প্রবাসীদের রেমিটেন্স প্রেরণের পরিমাণ ২০০৬ সালের ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২২ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৯ সালের ৮৪৩ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ হাজার ১৯০ মার্কিন ডলার হয়েছে।

দারিদ্র্যের হার ২০০৯ সালের ৩৩.৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২৪.৪৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১১ হাজার ৭৩৫ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। বিদ্যুতের সুবিধাভোগী ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

আমরা এমডিজি ১,২,৩,৪,৫,৬ অর্জন করেছি। বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড এবং ওঞট–এর ‘ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি’ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র জয় করেছি। বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ একটি রোল মডেল। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৭০টি আসন আজ নারীদের দখলে। আমাদের জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, সংসদ নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় নেতা এবং সর্বশেষ মাননীয় স্পীকার সিপিএ-এর মত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হওয়ায় এদেশে নারীর ক্ষমতায়ন আরও শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

৫ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে বিএনপি-জামাত জোট সারাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করে।

তাদের পেট্রোল বোমা আর সহিংস হামলায় মারা গেছেন প্রায় ১৯০ জন নিরীহ মানুষ। তারা হাজার হাজার গাড়িতে আগুন দিয়েছে এবং ভাংচুর করেছে।

মহাসড়কসহ গ্রামের রাস্তার দু’পাশের হাজার হাজার গাছ কেটে ফেলেছে। ১৪ জন পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ২০ সদস্যকে হত্যা করেছে।

সরকারি অফিস, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফুটপাতের দোকান এমনকি নিরীহ পশুও তাদের জিঘাংসার হাত থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি পবিত্র কোরান শরীফ, মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা। ফিসপ্লেট খুলে এবং রেলওয়ে ট্রাক উপড়ে ফেলে শত শত বগি এবং রেলইঞ্জিন ধ্বংস করেছে।

নির্বাচনের দিন ৫৮২টি স্কুলে আগুন দিয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসারসহ ২৬ জনকে হত্যা করেছে। নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগ সর্মথকদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা হামলা চালিয়েছে। নেতাকর্মীদের হত্যা করেছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নির্মমভাবে পিটিয়েছে।

৫ জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা পেয়েছে। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র নৎস্যাত হয়েছে। আমি দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতি গণতন্ত্রের এ অগ্রযাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

বিএনপি নেত্রী চান বাংলাদেশের মানুষ যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে দেশে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড চালাবেন না। জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবেন না। জনগণ শান্তি এবং উন্নয়ন চায়। তারা আপনাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ মেনে নিবে না।

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করা। এজন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ ও মানীয় স্পীকার এবং সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...